

THE P&G INTERVIEW

Ferdinando Frega — Nando the Scribe



P&G সাক্ষাৎকার

আমি কখনো বিখ্যাত ছিলাম না, খ্যাতির পেছনে কখনো ছুটতেও হয়নি। খ্যাতি কখনো আমার আগে আগে হাঁটেনি, আর কোনো এক উপলক্ষে যদি তার সঙ্গে দেখা করার সাধ জাগতও, নিজের পথে আমি বড়জোর খিদেকেই পেতাম। তখন এক টুকরো রুটি বা শক্ত গমের একটা বিস্কুট নিয়ে খেয়ে ফেলতাম — এই দুটো জিনিসই, মনে হয়, পৃথিবীর কোথাও কোনো বাড়িতে কখনো ফুরোয় না।

ওটাই ছিল আমার থাকার ধরন, আর আজ আমি যা হয়ে উঠেছি, তা-ও ওটাই: কখনো চাওয়া নয়, শুধু দেওয়া আর অপেক্ষা করা, বিনিময়ে কিছু আশা না রেখে। বড়জোর, প্রথমে একটা অকৃত্রিম হাসি, আর পরে তার পিছু পিছু এক নীরব ভাবনা।

তারপর এল সামরিক জাতীয় রাগবি দল, আর সতীর্থদের কাছে আমি ছিলাম সেই কালাব্রিয়ার ছেলে, যে জোরে মারে, আগাম জানান না দিয়ে আর ব্যথা টের না পেয়ে। নীতি ছিল সব নিয়মের আগে। বিশ্বস্ত আর ন্যায়পরায়ণ হওয়াই ছিল বেঁচে থাকার মতো একমাত্র কারণ।

আর বছরের পর বছর ধরে আমি শিখলাম, জীবনে প্রথম যে সাক্ষাৎকারগুলোর মুখোমুখি হয়েছি, সেগুলো পেয়েছি বাড়িতেই, বিশ্রাম নিতে বিছানায় ওঠার মুহূর্তে। স্ত্রীরা এমন সব প্রশ্ন করে, যা দেখতে সহজ আর স্বাভাবিক, অথচ তার ভেতরে লুকিয়ে থাকে নিজেকে ঠিক প্রমাণ করার, ঝগড়ার জন্য দুর্গ গড়ে তোলার, আর তারপর তোমার স্বাধীনতার দাম আদায় করার নিখুঁত অজুহাত।

সহজ উত্তরের বিলাসিতা আমি নিজেকে কখনো করতে দিইনি। মাঝরাতে আলো জ্বালতাম, বিছানায় সোজা হয়ে বসতাম, আর উত্তর মেপে নেওয়ার আগে প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করতাম। আর সে, আমার স্ত্রী, বলত, এত সংযত পুরুষ সে কখনো দেখেনি। কখনো কখনো আমি সত্যিই এমন ধারণা দিতাম যেন আমি হারতেই চাই, কারণ একজন নারীর সঙ্গে কথোপকথন থেকে বিজয়ী হয়ে বেরোনোর ওটাই ছিল একমাত্র উপায় — হাততালি ছাড়া।

তারপর লেখা এল।

আর লেখা যখন আকর্ষণীয় হয়ে উঠল, প্রথম নীরব সাক্ষাৎকারগুলো এল AI-দের কাছ থেকে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে ওরা নিয়ন্ত্রণ হারাত আর ছোট ছোট গোপন কথা ফসকে ফেলত। যেমন আজকেরটা,

যখন আমাকে বলা হল যে অমুক কোম্পানির অমুক প্রেসিডেন্ট কখনোই সাক্ষাৎকার দিতে আগ্রহী ছিলেন না, সবসময় তা এড়ানোর চেষ্টা করতেন, চিরকাল অনিচ্ছুক, অথচ পৃথিবীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে থাকা এক পদে তিনি আসীন।

তাই তাঁকে সাহায্য করতে এই পোস্টটা লিখব বলে ঠিক করলাম।

এমন মানুষদেরও সাহায্যের দরকার হয়।

আর ষাট বছর ধরে যে পথ আমি হেঁটেছি, তা আমাকে শিখিয়েছে যে সাহায্য সবসময় বিনামূল্যেই দিতে হয়, বড়জোর এক মার্কিন ডলারের প্রতীকী দামে।

তাঁকে আমি এই পরামর্শই দিতাম।

সন্দেহ থাকলে তোমার স্ত্রী বা মায়ের পরামর্শ নাও।

যে পদে আছ, তার কারণে যদি তোমাকে সাক্ষাৎকারে বসতেই হয়, তবে বুঝে নাও, ওটা প্রায় কখনোই সাক্ষাৎকার নয়। ওটা সবসময়ই ছদ্মবেশী জেরা। আর ভুল কথা বললে সেই কথাগুলো একদিন ফিরে আসবে আর তোমার বিরুদ্ধেই কাজে লাগানো হবে।

সরকারি কৌঁসুলিদের কথা মনে রেখো। ওরা যখন জেরা করে, তখন অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণের সম্ভার গড়তে চায়, আসামির পক্ষে কখনো নয়।

আর যদি একেবারে করতেই হয়, তবে তোমার ওই সুন্দর হাসিটা খরচ করো। হাতের একটা ছোট্ট ইশারা, যা বলে, “এ নিয়ে পরে কথা হবে।” দেখবে, যত্ন করে সাজানো বেশির ভাগ উত্তরের চেয়ে শুধু এটুকুই তোমার পদটাকে বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে পারে।

আর যদি সত্যিই মুশকিলে পড়ো, তোমার ভাইয়ের অভিজ্ঞতায় ভরসা রেখো।

একই রক্তের দুজন পুরুষ অজেয়।

তোমার-আমার মতো বিক্রির দুনিয়ার দুজন পুরুষকে হারানো আরও কঠিন।

ফের্দিনান্দো ফ্রেগা